প্রথমপ্রীতি

রূপশ্রী লিঃ-এর প্রথম নিবেদন

সহধর্ম্মিণী

প্রধান ভূমিকায়

মলিনা, শান্তিগুপ্তা, সন্ধ্যারাণী, শৈলেন চৌধুরী (নিউ থিয়েটার্স), ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্যাম লাহা, রবি রায়, জীতেন গাঙ্গুলী, কানু বন্দ্যোঃ (এঃ), নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, তুলসী চক্রবর্ত্তী, ৺সত্য মুখার্জ্জি, কুমার মিত্র, বেচু সিংহ, প্রভা, রাজলক্ষ্মী, মনোরমা, , নিভাননী, কৃষ্ণা, সন্ধ্যা, বাদল চট্টোঃ, সুধীর সরকার প্রভৃতি।

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা : **নীরেন লাহিড়ী**

কাহিনী—৺যোগেশ চৌধুরী

কর্ম্মীসঙ্ঘ :

গীত—প্রণব রায়
সঙ্গীত-পরিচালনা—কমল দাশগুপ্ত
আলোক চিত্র-শিল্প—অজয় কর
শব্দানুলেখন—গৌর দাস
রসায়নাগার-শিল্প—ধীরেন দাসগুপ্ত
সম্পাদন—সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্প-নির্দ্দেশ—তারক বসু
ব্যবস্থাপনা—সুধীর সরকার
স্থির-চিত্র—গোপাল চক্রবর্ত্তী
সত্যেন সান্যাল
"যদি তারে নাই চিনি গো"
কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ

সহকারীগণ :

পরিচালনায়—প্রণব রায়
অনাদি ব্যানার্জ্জি
চিত্র-শিল্পে—এম, রহমান
শব্দানুলেখনে—সত্যেন ঘোষ
সম্পাদনে—কমল গাঙ্গুলী
রসায়নাগারে—মথুরা ভট্টাচার্য্য
দিনবন্ধু চ্যাটার্জ্জি
শম্ভু সাহা
মজু, সুবেশ রায়
ব্যবস্থাপনায়—সুখেন চক্রবর্ত্তী
খগেন চ্যাটার্জ্জি
সুনীল সরকার

ইন্দ্র মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত।

চিত্র-পরিবেশক : এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ, কলিকাতা

যিনি স্বকীয় লিপি-মাধুর্য্যে ও
অভিনয়-সৌন্দর্য্যে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চকে
সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সেই
পরলোকগত
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের
স্মৃতি উদ্দেশ্যে
এই চিত্রখানি শ্রদ্ধাভরে
উৎসর্গ করা হইল।

সহধর্ম্মিণী

গ্রাম মনোহরপুর।—

বাংলা দেশের যে কোন একটী গ্রামেরই মত—

একদিন বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, আজ নেই—

একদিন এ গ্রামের সব কিছুরই ওপরে ছিল, এই গ্রামের পুরণো জমিদার মুখুজ্জেরা—

শ্রীপতিবাবু পুরণো জমিদার, বংশের বর্ত্তমান বংশধর—

জমিদার নামটুকুই আছে—সঙ্গতি নেই—

সংসারে শ্রীপতিবাবুর স্ত্রী সারদেশ্বরী এবং কন্যা চন্দ্রা ছাড়া আর কেউ নেই—

জমিদারী চালায় জীবন ঘোষ—দেওয়ান ব'ল—গোমস্তা ব'ল—পাক-বরকন্দাজ যা কিছু ব'ল সবই ঐ জীবন ঘোষ—বয়সে প্রাচীন না হলেও, জমিদারী প্যাঁচে জীবন ঘোষ একেবারে খান্‌দানী লোক—

শ্রীপতিবাবু সুরসিক ব্যক্তি—তিনি নিজের লেখাপড়া নিয়েই সারাদিন মত্ত থাকেন—বাস্তব জগতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই—

জমিদারী সম্বন্ধে শেষ হুকুম যা কিছু স্ত্রী সারদেশ্বরীই দেন—

শ্রীপতিবাবু দিন কাটান নিশ্চিন্ত-নির্ভরতায়—

* * * *

একদিন একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল—

শ্রীপতিবাবুদের কিছু জমি, রমানাথ রায় কিনেছিলেন—

রমানাথ শ্রীপতিবাবুকে কথা দিয়েছিল যে, কোন পুরণো প্রজাদের উচ্ছেদ সে করবে না—রমানাথ খুব সামান্য অবস্থা থেকে আজ বড় হয়েছেন—তাই কথা দেওয়াটা তার কাছে খুব একটা বড় দায়িত্বের কথা নয়—অবস্থা অনুযায়ী চলাটা তিনি বেশী শ্রেয় মনে করেন—

তিনি প্রজাদের উচ্ছেদের নোটীশ দিলেন—

প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো শ্রীপতিবাবুর কাছে—

শ্রীপতিবাবু ডেকে পাঠালেন রমানাথকে—

রমানাথ এবং শ্রীপতির মধ্যে ব্যাপারটা হয়তো সহজেই মিটে যেতো—কিন্তু বাদ সাধলেন জমিদার গৃহিণী সারদেশ্বরী—

রমানাথকে সহজভাবে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না—

রমানাথের মনের ভেতর যে ক্ষোভ জমে উঠেছিল—ভাষায় তা' প্রকাশ পেল—

রমানাথ বল্লেন—"যে অপাংক্তেয়, তার কাছে অনুগ্রহ চাওয়াই বা কেন?"—

কথা কাটাকাটি থেকে বচসা হয়ে গেল—

জোর গলায় রমানাথ বলে গেলেন—"বেশ তবে তাই হোক"—ঐ জমিতেই তিনি কারখানা গড়ে তুলবেন—

* * *

দুই বাড়ীর মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হ'ল—

রমানাথের ছোট ছেলে নগেন এবং শ্রীপতির কন্যা চন্দ্রা, এরা দুজন কিন্তু এসব কিছু মানে না—

নগেন বলে,—"ঝগড়া বিবাদ করবে আমাদের বাপ-মায়েরা, আর ফল ভোগ করবো আমরা, এ কেমনতর কথা?"—

নগেন ললিতা-বৌদিকে ডাকে মধ্যস্থ হওয়ার জন্য—

ললিতা রমানাথের বড় পুত্রবধু—খগেনের স্ত্রী—

রমানাথ ললিতাকে কুড়িয়ে এনেছেন গরীবের কুঁড়েঘর থেকে—

ললিতা রমানাথের সুখের সংসারের লক্ষ্মী—

জীবন ঘোষ একদিন ললিতাকে দেখে বলে, "এ মেয়েটী কে?"—

ললিতার অতীত সম্বন্ধে জীবন যেন কিছু জানে—

সারদেশ্বরীর সঙ্গে, ললিতার অতীতকে কাজে লাগাবার, চক্রান্ত জীবন ঘোষ করে—

তারা রমানাথকে পত্র দেয়—জমিজমা সম্বন্ধে তাদের কথামত না চললে, তারা রমানাথের সুখের সংসারে অশান্তির আগুন জালিয়ে দেবে। ললিতার সম্বন্ধে তারা অনেক কথাই জানে—

মোকদ্দমা সাজাতে জীবনের জুড়ি নেই—

ভাড়া করা স্ত্রীলোক এসে অনায়াসে ললিতা এবং রমানাথের মুখের ওপর বলে—ললিতার বাপ-মা ভালো লোক ছিলেন না—

রমানাথের সন্দেহ হয়—

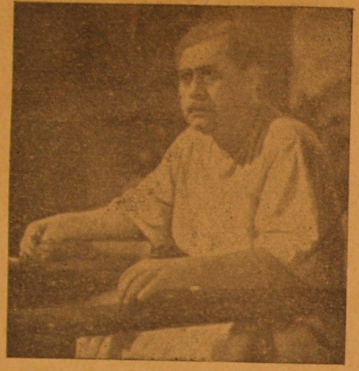

মিথ্যা আঘাতে লতিকা স্তব্ধ হয়ে যায়—

রমানাথ সারদেশ্বরীর সঙ্গে রফা করেন—

যাবার সময় এ-কথাও নিয়ে যান, যে ললিতার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ পাবে না—

টাকা দিয়ে রমানাথ সংসারের শান্তি কেনেন—

সারদেশ্বরী কথা দেন।

* * *

কুৎসা ছোটে বাতাসের আগে—

ললিতার অতীত সম্বন্ধে কুখ্যাতি গ্রামময় রাষ্ট্র হ'য়ে যায়—দ্বিগুণ হয়ে সেই কুৎসা খগেনের কানে এসে পৌঁছোয়।

টাকাওয়ালা লোকের ছেলে সে—

অর্জ্জন না করেই, বড় বলে সে প্রতিপন্ন হচ্ছে। এ আঘাত সে সইতে পারে না—

হিতাহিতজ্ঞান তার লোপ পায়—

রিভল্‌ভার নিয়ে সে ছোটে জীবন ঘোষকে মারতে—

রমানাথ এবং খগেন তাকে নিরস্ত ক'রতে শ্রীপতিবাবুর বাড়ীতে আসেন—

নগেন দাদাকে বলে, "এই সামান্য ব্যাপারে এতখানি নাটক করবার কি প্রয়োজন ছিল—এখন বাড়ী চলো"—

খগেন বলে, "ও-স্ত্রীর আমি মুখ-দর্শন করতে চাই না"—

নগেন বলে, "তোমার মুখ কে দেখতে চায় আগে সেটা স্থির হোক"—

রমানাথ সারদেশ্বরীকে দোষারোপ করেন, বলেন —"এই আপনাদের আভিজাত্য।"

শ্রীপতি স্ত্রীকে বলেন, "এ কি করেছ তুমি—পরের সংসারে আগুন জ্বালতে গিয়ে নিজের মেয়ের মন যে ভেঙ্গে দিয়েছ"—

সারদেশ্বরী বলেন— "কেন ?"

শ্রীপতি বলেন, "তোমার মেয়ে যে নগেনকে ভালবাসে"—

সারদেশ্বরী বিশ্বাস করে না, বলেন—"আমার মেয়ে জমিদারের মেয়ে, ব্রাহ্মণের মেয়ে, বিয়ের আগে কোন ছেলেকেই সে ভালবাসতে পারে না"—

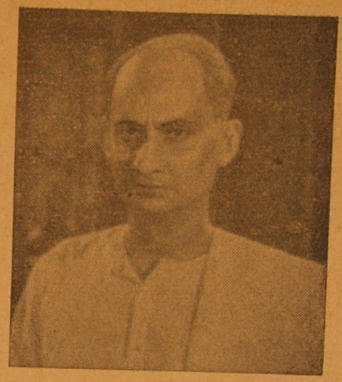

সারদেশ্বরীর এবার কিন্তু ভুল হয়—

চন্দ্রা সত্যিই নগেনকে ভালবাসে—

ওদিকে ক্ষুব্ধ খগেন ললিতাকে জিজ্ঞেস করে—"এ কথা তুমি আগে ব'লনি কেন ?"—

ললিতা বলে—"তুমি ত' জিজ্ঞেস ক'রনি"—

খগেন ব'লে—"আজ ব'ল"—

ললিতা ব'লে—"তা আর হয় না, আমার প্রতি তুমি বিশ্বাস হারিয়েছ—আমি নিষ্পাপ এ কথা বিশ্বাস ক'রবার প্রবৃত্তি তোমার আজ আর নেই, তার চেয়ে আমি বরং কোথাও চলে যাই"—

নগেন রমানাথের কাছে বিচার চায়—

রমানাথ বলে—"বিচার করবে তার স্বামী"—

স্বামী খগেন নিরুত্তর থাকে—

নগেন বলে—"এ অপমানজনক অবস্থায় বৌদি থাকতে পারে না"—তাকে সে ক'লকাতায় নিয়ে যাবে—

যাওয়ার সময় সে রমানাথের কাছ থেকে কিছু টাকাও ধার করে নিয়ে যায়—বলে,—"শোধ দেব"—

গোলমাল মেটে না, আরও পাকে—এই কথাই নগেন, শ্রীপতিকে বলে—

গোলমাল কিন্তু মেটে—

ললিতার নামের কুৎসাও খণ্ডিত হয়—

কিন্তু কেমন ক'রে ?

সঙ্গীতাংশ

(১)

যদি তারে নাই চিনিগো
সে কি আমায় নেবে চিনে ?
এই নব ফাগুনের দিনে—জানিনে জানিনে ॥
সে কি আমার কুঁড়ির কার্নে
ক'বে কথা গানে গানে
পরাণ তাহার নেবে কিনে
এই নব ফাগুনের দিনে—জানিনে জানিনে ॥
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙ্গাবে,
সে কি মর্ম্মে এসে ঘুম ভাঙ্গাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার,
হঠাৎ দোলা পাবে কি তার।
গোপন কথা নেবে জিনে
এই নব ফাগুনের দিনে—জানিনে, জানিনে ॥ —রবীন্দ্রনাথ.

(২)

মন যে আমার এই কথাটী শোনায় বারে বারে
"জয় করে নে তারে"
ভালোবাসার মায়া-ডোরে
বাঁধনা তারে নিবিড় ক'রে
বিজয়িনী চল্‌না এবার জয়ের অভিসারে ॥
(তারে) কাছে পেয়েও পাওয়ার আশা মিটলনা ত' হায়
(পাছে) ভীরু আমার মালার বাঁধন যায় সে টুটে যায়।
(তবু) হৃদয় বলে ফুলের পাশে
ভ্রমর যখন নিজেই আসে
ভালোবাসার মায়া সে কি এড়িয়ে যেতে পারে ? —প্রণব রায়

(৩)

জানিরে, জানিরে, জানিরে—
মোর হৃদয় কারে চাহে জানিরে ॥
সেই স্বপন কুমার জয়-রথে,—
আসবে আমার কুঞ্জপথে
(সে) বাঁধবে রাখী দখিন হাতে
রাঙ্গা পারিজাতের মালা আনিরে ॥
যার ভালবাসার মধুর মায়ায়—
মোর সকল কথা গান হয়ে যায়।

যার আঁখির ভাষা বোঝে আমার আঁখি
(মোর) স্বপন দেশের সে যে রাণীরে ॥
যে আছে বলে এই বসুন্ধরা—
এত হাসি গানে আর আলোয় ভরা
পাছে হারাই তারে তাই বারে বারে
মধুর সুখে হার মানিরে। —প্রণব রায়

(৪)

পিয়া বিন্ নাহি আওয়্যত চ্যায়ন্।
কা সে কহু জী কি ব্যায়ন্—
পিয়া বিন্ নহি আওয়্যত চ্যায়ন্॥

(৫

ফাগুন রাতে ওঠে যবে চাঁদ বকুল ফোটে
সে কি অপরাধ? হৃদয় লাগি ফোটে যদি গো হৃদয় মুকুল—
সে কি ভুল—সে কি ভুল?
কুসুমের ভালবাসা আলোর লাগি—
সে কি ভুল—সে কি ভুল?
হায়—অকরুণ এই ধরণী; বোঝে না প্রাণের ভাষা,
হেথা—অবেলায় ফুলের মতো ঝরে যায় যত আশা।
বিরহের সাগর বেলায়—খেলাঘর যদি ভেঙ্গে যায়,
কেন তবে হায় এই ভুবনে এত গান এত ফুল
সে কি ভুল—সে কি ভুল!

—প্রণব রায়

(৬)

নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, আজি শেষের গানখানি মোর।
এরি মাঝে রহিল প্রাণের কিছু ব্যথা কিছু আঁখিলোর॥
চলে যেতে তব পায়ে
মোর গানখানি রবে না জড়ায়ে
এ শুধু সুরের রাখী, এ নহে ফুলডোর॥
জানি, জানি—চলে যাবে ফাগুন বেলা;
ফুল-ফোটা—পাখী-জাগা,
ফুরায় যদি ভালবাসা,
তবুও রবে ভালো লাগা।
হে পথিক তব লাগি
এ হৃদয় রবে জাগি
মধুর বিরহ লয়ে মোর সারানিশি হবে ভোর॥

—প্রণব রায়

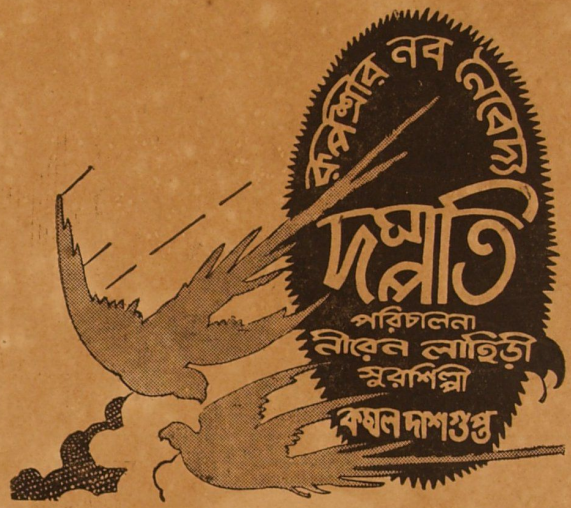

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনাধীন আগামী চিত্রাবলী

চিত্ররূপা লিঃ-এর রূপকথা লিঃ-এর

নীরেন লাহিড়ীর

সন্ধি বন্ধুপ্রিয়া

পরবর্ত্তী চিত্র

?

কাহিনী ঃ শৈলজানন্দ পরিচালনা ঃ সুধীর বন্দ্যোঃ

পরিচালক ঃ অপূর্ব্ব মিত্র প্রযোজক ঃ ফণী বর্ম্মা

প্রযোজক ঃ দেবকী বসু

'গরমিল' 'দম্পতি' ও 'সহধর্ম্মিণী'

বাণীচিত্রের গানের

স্বরলিপি

মাত্র আর কয়েকখানি আছে, সত্বর সংগ্রহ করুন।

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স অফিসে পাওয়া যায়

৩২।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রূপশ্রী লিমিটেডের "সহধর্ম্মিণী" বাণী চিত্রের গান—

N 27364 { মন যে আমার এই কথাটি শোনায়
নিয়ে যাও শেষের গানখানি }

N 27365 { ফাগুন রাতে উঠে যবে চাঁদ
হৃদয় কারে চাহে জানি রে }

নিউ সেঞ্চুরী প্রডাক্‌সন্সের "আলেয়া" বাণীচিত্রের গান—

N 27366 { ফাগুন বনে জালি রূপের শিখা
আমার গানে তোমার হৃদয় জাগল কি }

N 27367 { স্বপ্নে আমায় কে পরাল মালা
জানি জানি হে বিরহী }

"সহধর্ম্মিণী" ও "আলেয়া" বাণীচিত্রের গান হিজ্‌ মাষ্টারস্‌ ভয়েস্‌ রেকর্ডে শুনুন!

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী।

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্সের তরফ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং [illegible]ভনাইল আর্ট প্রেস হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

~~মূল্য দুই আনা মাত্র~~ PRICE 4 ANNAS.